মুসলিম সন্ত্রাসের জন্য ভারত অনেকাংশেই দায়ী

বিল্পব পাল আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, নতুন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। আমরা বিতর্ক শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের পানি সমস্যা নিয়ে। মিঃ পাল বলেছিলেন বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে জলাভুমি সৃষ্টি করে পানি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এবং ভারত তার ব্যয় বহন করবে। অথচ তিনি সুচতুরভাবে একই পদ্ধতিতে ভারতের পানি ধরে রাখার ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছেন। এবং আন্তর্জাতিক পানি বন্টন চুক্তিকে বৈষম্যমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। জনাব পাল কি এই বোঝাতে চাইছেন যে আন্তর্জাতিক পানি বন্টন চুক্তি থেকে ভারতের সরে আসা উচিত? তাছাড়া খোদ কোলকাতা মিউনিসিপালটির জলের কল থেকে দিন রাত যে অঝরে পানির অপচয় হচ্ছে, সেটি এড়িয়ে গিয়ে তিনি বাংলাদেশকে পানির উপযুক্ত সাশ্রয়ের উপদেশ দিচ্ছেন?

আমার প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশের জলাধার নির্মানের জন্য ভারত কেন অর্থ যোগান দেবে? তবে কি ভারত জেনে শুনেই বাংলাদেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে তার ন্যায্য পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে? আর সেই পাপ ঢাকার জন্য দায়সারা গোছের কিছু অর্থ কড়ি দিয়ে সেই পাপমোচন করতে চাইছে? আর গঙ্গা নদীর উৎসমুখে যৌথ জলাধার নির্মানের প্রশ্নে ভারতের নারাজির কারণটি জানতে পারলেই বোঝা যাবে , পানি সমস্যার সমাধানে ভারত কতটা আন্তরিক।

তর্কের খাতিরেই না হয় ধরে নেয়া যাক ভারত জলাধার নির্মানের বা অর্থ যোগান দেবে। তখন প্রশ্ন উঠবে , কিভাবে এবং কোন শর্তে সেই অর্থ যোগান দেবে ভারত? এই গুরুত্বপুর্ন প্রশ্নটি বেমালুম এড়িয়ে গিয়ে তিনি বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে প্রচুর কথা বলেছেন। তিনি এই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আদৌ ইচ্ছুক নন?

আমি বেশ কয়েক বছর যাবতই বাংলাদেশে বিদেশি পুঁজি বা এফ ডি আই বিনিয়োগের ব্যাপারে কথা বলে আসছি। বাংলাদেশে বিদেশী পুজি উৎসাহিত করতে হলে, বেশ কিছু পুর্ব শর্ত পুরন করতে হবে। আমি এও বলেছিলাম সমস্ত বিশ্বে এফ ডি আই আকারে সব চেয়ে বেশী পুজি বিনিয়োগ করে থাকে আমেরিকা। বাংলাদেশে জনগণের বেশীর ভাগই মুসলিম। ইরাক ও আফগানিস্থান আক্রমনের পর বাংলাদেশের জনগণের ভেতর এক জাতিয় আমেরিকা বিরোধী মনোভাব সৃস্টি হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ আমেরিকার পুজি বিনিয়োগকে খুব ভাল চোখে দেখবে না।

এছাড়াও বেশীর ভাগ আমেরিকান কোম্পানীই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগের সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মার্কেটকে একত্রিত দেখতে চায়। আমি একটি উদাহরন দিয়ে কথাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। বছর খানেক আগে আমি আমেরিকার শেল কোম্পানীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছিলান। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম , কেন শেল কোম্পানী বাংলাদেশে গ্যাস ও তেলে বিনিয়োগ করার পুর্ব শর্ত হিসাবে ভারতের মার্কেটের সাথে একত্রিত করতে চায়? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেল কোম্পানী বাংলাদেশে পুজি বিনিয়োগের পুর্ব শর্ত হিসাবে কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাস ভারতে রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছিল। বাংলাদেশ সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। শেল কোম্পানীর উক্ত কর্মকর্তা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে কয়েক বিলিয়ন আমেরিকান ডলার বিনিয়োগ করলে, সে অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ বাংলাদেশের মার্কেট খুবই ছোট। কাজেই ভারতের মার্কেট বাংলাদেশের মার্কেটের সাথে একত্রিত করতে পারলেই শুধুমাত্র সে ব্যবসা লাভজনক হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ আমেরিকার সাথে সাথে ভারত বিরোধীও বটে। কাজেই ভারতের মার্কেটের সাথে একত্রিত করে কোন পুজি বিনিয়োগই বাংলাদেশের মানতে চাইবে না।।

বাংলাদেশে বিদেশী পুজি বিনিয়োগের পথে অন্তরায়ের কারণগুলি হলো

(১) বাংলাদেশের পত্র পত্রিকার সাংবাদিক এবং কলাম লেখকগন প্রধানত মার্ক্সবাদি ভাবধারায় বিশ্বাসী। সেই সুত্রে এই মার্ক্সিষ্ট সাংবাদিক/কলাম লেখকগন মনে করেন যে আসলে আমেরিকা তার পুজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তাদের কলোনী বানাতে চায়।

(২) এই কলাম লেখকগন মনে করে ভারত তার উঠতি পুজিপতির পুজিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে শোষন করতে চায়। ভারতীয় পুজি আমেরিকার পুজির সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীন অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চায়। আর এ'কারণেই বাংলাদেশের মার্ক্সিষ্ট কলাম লেখকগন ভারতকে সম্প্রাসারণবাদী আখ্যা দিয়েছে।

(৩) বাংলাদেশে উৎশৃঙ্খল শ্রমিকশ্রেনীর উৎপাত খুব বেশী। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি মালিক পক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে বাধ্য করে। আর এই বাড়তি শ্রমিকদের অনেকেই অদক্ষ। ফলে উৎপাদনের তুলনায় ব্যয়ভার বেশি হয়ে যায়।

(৪) সরকারী কর্মচারীদের ঘুস বা উৎকোচ দেওয়া ছাড়া কোন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর ঘুষ গ্রহিতার এই তালিকায় কেরানী থেকে শুরু করে আমলা মায় মন্ত্রি পর্যন্ত পড়েন। । বাংলাদেশের সরকারও খুব বেশী বড়। বাংলদেশের গ্রাম পর্যায়েও সরকারের হস্ত প্রসারিত। তাই উৎকোচ গ্রহনের এই মহৎসব ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

(৫) নির্বাচিত ও অনির্বাচিত রাজনৈতিক নেতারাও কম যান না। তাই এই সব নেতাদের বিরাট অংকের অর্থ না দিয়ে কোন বিনিয়োগই সম্ভব নয়। অনেক সময়েই নেতারা বিনিয়োগকৃত অর্থের লভ্যাংশ দাবী করে থাকে।

(৬) বাংলাদেশের আইন বিদেশী পুজি বিনিয়োগ বিরোধী। আইনের মার-প্যাচের কারণ দেখিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ পুজি বিনিয়োগের ফাইল ক্লিয়ার করতে মাত্রারিক্ত সময় নেয়। উদাহারন স্বরুপ বলা যায়, এক কোরিয়ান কোম্পানীর ফাইল ১০ বছর যাবত সচিবালয়ে বন্দি অবস্থায় পড়ে ছিল।

(৭) বিরামহীন হরতাল। কারণে অকারণে অনেক সময় মাসের পর মাস হরতালের কর্মসুচী দেওয়া হয়। এতে করে বিনিয়ে-

াগকারী কোম্পানী গুলি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হন।
(৮) হাইটেক কোম্পানীগুলির জন্য দক্ষ শ্রমিক শ্রেনীর অভাব।

এখন প্রশ্ন হল উন্নত দেশের বড় বড় কোম্পানীগুলি বাংলাদেশ বা ভারতের মত অনুন্নতদেশে পুজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহি কেন?
(১) নিজেদের দেশে কোম্পানীগুলির মধ্যে মার্কেট শেয়ার নিয়ে প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই কোম্পানীগুলি প্রাইস ওয়ারের মধ্যে অবস্থান নেয়। প্রতিযোগিতা মুলক মার্কেটে দাম কমাতে কমাতে এমন একট পর্যায়ে চলে আসে, তখন আর কোম্পানী পন্য বিক্রি করে লাভ করতে পারে না, তখনি স্বল্পোন্নত দেশে অল্পমুল্যে পন্য উৎপাদনের প্রশ্ন উঠে।
(২) থিওরি অফ এবোন্ড্যান্স ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে পন্যের দাম বেশী করে কমাতে পারলে, বেশী লোক পন্য ব্যাবহার করবে। এতে করে জনগণের বিরাট অংশ কোন নির্দিষ্ট পণ্য ব্যবহার করে অভ্যস্ত হলে, সে পন্য বিক্রি বেশী হবে ও মার্কেট শেয়ারের নিশ্চয়তা থাকবে।

উপরোক্ত কারণ সমুহের জন্যই পুজিবাদী দেশের বিরাট বিরাট কোম্পানীগুলি বিদেশে বিনিয়োগের জন্য পুজি স্থানান্তর করে থাকে। যখনই বাংলাদেশে বা ভারতে পুজি বিনিয়োগের জন্য কোম্পানী সমহের জরীপ টিম , পুজি বিনিয়োগে হাজার রকমের সমস্যা দেখে, তখই কথিত কোম্পানী তার এফ ডি আই চীনে স্থানান্তর করে নিজেদের পন্য উৎপাদন করতে শুরু করে ও নিজেদের উৎপাদিত পন্য নিজ দেশে বিক্রি করে মুনাফা করে থাকে।

বাংলাদেশে মাত্রারিক্ত দুর্নীতি ও ম্যানেজমেন্টে অনভিজ্ঞতার কারণে বিদেশী কোম্পানীগুলি কোন বিনিয়োগ করার পুর্বে একটি পুর্ব শর্ত যোগ করে দেয়। আর তা হচ্ছে তাদের বিনিয়োগকৃত কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট তাদের নিজেদের হাতে রাখতে চাওয়া। বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানীর হাতে ম্যানেজমেন্ট রেখে অভ্যস্ত নয়। বাংলাদেশের মার্ক্সিষ্ট কলামিষ্টগন একে বিদেশী পুজিবাদী শোষন মনে করে থাকেন। কাজেই বাংলাদেশের নাগরিকদের দিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকৃত কোম্পানি ম্যনেজ করতে গেলে কয়েক মাসের মধ্যেই কোম্পানির লাল বাতি জ্বলবে।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সমন্ধে আবেগপ্রবন। সেই বিচারে তারা মনে করে পশ্চিমা সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা বং সংস্কৃতি পরিপন্থি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের এই মনোভাব পশ্চিমা দেশ ও ভারতের পুজি প্রবেশে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। বাংলাদেশের জনগণ মনে করে থাকে ভারতীয় বা পশ্চিমা পুজির সাথে সাথে প্রবেশ করবে সেদেশের সংস্কৃতি এবং অনেক পুর্বশর্ত। বাংলাদেশকে সেই শর্তগুলি মেনে নিয়ে বিদেশী পুজি গ্রহন করাকে পরাধীনতার নামান্তর বলে মনে করে থাকে। কাজেই বাংলাদেশের জনগণ মুলত নিজ দেশে বিদেশী পুজিবিনিয়োগের বিরোধী। এর মধ্যে যোগ হয়েছে মার্ক্সবাদী আন্দোলন। এর জন্য অবশ্য ভারতীয় কমুউনিষ্ট পার্টি ও ভারতের মার্ক্সবাদী আন্দোলনকে দায়ী করা যেতে পারে।

যা'হোক দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে সৌভিয়েত রাশিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত বাংলাদেশের মার্ক্সিষ্ট বুদ্ধিজীবিগন বিরতীনভাবেই মার্কিন ও ভারতীয় পুজির বিরোধিতা করে আসছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে পুজি বিনিয়োগ সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি।

অনেকে দেশীয় পুজির মাধ্যমে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার পক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ভারতের কারণেই বাংলাদেশের দেশজ পুজির শিল্প গড়ে উঠবে না বলেই আমরা মনে করি। বাংলাদেশের নিজস্ব লৌহ বা স্টিল নেই। ভারত বা বিদেশ থেকে লৌহ আমদানী করে লৌহজাত শিল্প উৎপাদন ব্যয় বেশী হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশ যে শিল্পেই উৎপাদন শুরু করুক না কেন, ভারতীয় কারখানা মালিকরা চোরাপথে তাদের দেশের অনুন্নত মানের কমদামে পন্য বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের উৎপাদিত পন্যের বারোটা বাজাতে পারে। আর সে কাজটিই ভারতের কারখানা গুলি মনোযোগ দিয়ে করছে। বাংলদেশের মার্কেটের গোটাটাই ভারতের দখলে, আর দখল করে রেখেছে চোরাই পথের পন্য। সে কারণেই বাংলাদেশে কোন শিল্পায়ন সম্ভপব নয় বলেই আমরা মনে করি।

সে'কারণেই আমরা মনে করি বাংলাদেশে ফ্রিপোর্ট করা হলে ভারত তার নিজের স্বার্থেই ভারতীয় চোরা কারবারিদের বাংলাদেশের সাথে বাবসা বন্ধ করতে বাধ্য হতো। ভারতের পন্যের চেয়েও উন্নততর পন্য বাংলাদেশের মার্কেট প্রচুর পরিমান পাওয়া গেলে, সে পন্য ভারতের মার্কেট অনুপ্রবেশ করে ভারতের মার্কেটে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা তাদের উন্নতর পন্যের জন্য ভারতীয় বিরাট মার্কেটের শেয়ার পাবে। তাতে করে বাংলাদেশে ট্রেডার শ্রেনী তৈরী হবে।

আমি গত লেখায় উল্লেখ করেছিলাম যে উপমহাদেশে মুসলিম সন্ত্রাসী সৃষ্টি হওয়ার জন্য ভারত অনেকাংশেই দায়ী। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসাতেই মওদুদির মত বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাদিদের জন্ম হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম বাংলার কমুউনিষ্ট সরকার বাংলাদেশের তাড়া-খাওয়া সন্ত্রাসীদের নিরাপদে পশ্চিম বাংলায় বসবাস করতে দিয়েছে। আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলা সরকারের উচিত অবিলম্বে এই সব সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা। আমি আশা করব আমার প্রতিপক্ষ বিল্পব পাল নতুন প্রশ্ন উথ্যাপন করার পুর্বে আমার এই লেখা ও পুর্বের লেখার প্রশ্ন গুলির উত্তর দেবেন। আজ এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।
-কুদ্দুস খান